ঝিনাইদহে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে যুবলীগের বৃক্ষরোপন অভিযান

‘গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপন অভিযান শুরু হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সদর উপজেলা যুবলীগের উদ্যোগে সদর হাসপাতাল, সিভিল সার্জন কার্যালয় ও ঝিনাইদহ কলেজ এলাকায় ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন ও বিতরণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মোতাবেক ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দীকি সমির পক্ষে বৃক্ষরোপন ও বিতরণ করেন সদর উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক শাহ্ মোঃ ইব্রাহীম খলিল রাজা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগম, ঝিনাইদহ কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি জীবন কুমার বিশ্বাস, অধ্যক্ষ বাদশা আলম, প্রভাষক কামাল হোসেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক আশফাক মাহমুদ জন, যুগ্ম-আহবায়ক রাজু আহমেদ, যুবলীগ নেতা বাসের আলম সিদ্দিকী, ইকতিয়ার উদ্দিন,আশরাফুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ঝিনাইদহে পৌর আওয়ামী লীগের বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন

‘গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রোববার সকালে শহরের ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়।

এসময় পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি জীবন কুমার বিশ্বাস, জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আশফাক মাহমুদ জন, সরকারি কেসি কলেজ ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আবু সুমন বিশ্বাসসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে ২০ টি গাছের চারা রোপন করা হয়। পর্যায়ক্রমে পৌর এলাকাসহ সদর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কয়েক হাজার গাছের চারা রোপন করা হবে বলে জানান আয়োজকরা।

ঝিনাইদহে বিট পুলিশিং কার্যক্রম শুরু

“মুজিববর্ষের অঙ্গিকার পুলিশ হবে জনতার” এ শ্লোগান নিয়ে ঝিনাইদহে বিট পুলিশ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রোববার সকালে শহরের ব্যপারী পাড়ায় বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার মোঃ হাসানুজ্জামান।

উদ্বোধন শেষে সারাদেশে করোনায় পুলিশ সদস্যসহ যারা মারা গেছে তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। এসময় পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় পুলিশ সুপার মোঃ হাসানুজ্জামান জানান, জেলার ৬টি উপজেলায় মোট ৮৫টি বিট পুলিশিং কার্যালয় খোলা হবে। পুলিশী সেবা মানুষের দোড় গড়াই পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে বিট পুলিশিং কার্যক্রম চালু করা হচ্ছে। প্রতিটি বিট পুলিশিং অফিসে একজন এস আই, একজন এএসআই ও তিনজন করে কনস্টেবল খাকবে।

তারা মানুষের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহন করবে। তারপর আইনী ব্যবস্থা

নেওয়া হবে। মানুষ দ্রুত পুলিশী সেবা পাবে বলে তিনি আরো জানান।

কোটচাঁদপুরের নতুন ইউএনও আসাদুজ্জামান

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার নতুন নির্বাহী অফিসার হিসেবে যোগদান করলেন আসাদুজ্জামান রিপন।

গতকাল মঙ্গলবার (২১ জুলাই) বিকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে সদ্য বিদায়ী নির্বাহী অফিসার নাজনীন সুলতানা নতুন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের কাছে দায়িত্ব বুঝে দেন।

এসময় নবাগত নির্বাহী অফিসারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি।

নতুন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন ২৮তম বিসিএস ক্যাডারের কর্মকর্তা। কোটচাঁদপুরে নির্বাহী অফিসার হিসেবে যোগদানের আগে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রানালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারি সচিব) আইসিটি ডিভিশনে কর্মরত ছিলেন।

কোটচাঁদপুর ইউএনও কে পৌরসভার পক্ষ থেকে বিদায়ী সংবর্ধনা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজনীন সুলতানা কে পৌরসভার পক্ষ থেকে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। সোমবার সকালে পৌর ভবনে পৌর মেয়র মোঃ জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এই বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রশাসনের নির্বাহী অফিসার নাজনীন সুলতানার দীর্ঘ প্রায় তিন বছরের কর্ম-জীবণের স্মৃতি চারণ করে বক্তব্য রাখেন পৌর প্যানেল মেয়র আনারুল ইসলাম সেন্টু।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর কাউন্সিলর কামাল হোসেন, পৌর কাউন্সিলর রকিব উদ্দীন ও পৌর কাউন্সিলর জাফর ইকবাল শান্তি প্রমূখ।

এর আগে বিদায়ী নির্বাহী অফিসার নাজনীন সুলতানাকে পৌর ভবণে মেয়রের নের্তৃত্বে পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারী বৃন্দ ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করেণ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, পৌর কর্মচারী সংগঠনের নেতা মোঃ সেকেন্দার আলী।

টিপু তরফদারের সহায়তা প্রদান অব্যাহত

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের পাশে মানবতার সেবা দিতে দাঁড়িয়েছেন বি.এন.পি. নেতা হাজী ইঞ্জিনিয়ার মোখলেসুর রহমান টিপু তরফদার।

জীবননগর তারিনীবাস গ্রামে আলাউদ্দিনের স্ত্রী জীবননগর পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মী বিলকিস আরা বিলি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে খোঁজখবর নেন ও উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

যেসকল মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে তাদের জন্য ৩০ কেজি চাউল, ১৫ কেজি আলু ও নগদ ২ হাজার টাকা আর যে সকল করোনা রোগী লকডাউনে আছে তাদের জন্য উপহার সামগ্রী মানবতার সেবায় ২০ কেজি চাউল, ১০ কেজি আলু ও নগদ ১৫০০ টাকা দেওয়া অব্যাহত রেখেছেন।

ত্রাণসামগ্রী রোগীর বাড়ি যেয়ে দিয়ে আসছেন জীবননগর থানা পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বর্তমান টিপু তরফদারের ত্রাণ কমিটির সমন্বয়ক মাহাতাব উদ্দীন চুন্নু।

তিনি বলেন, কোভিড-১৯ করোনা আক্রান্ত রোগীদের মানবতার সেবায়

হাজী ইঞ্জিনিয়ার মোখলেসুর রহমান টিপু তরফদারের পক্ষে ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে যাচ্ছি। এধরনের কোনো রোগীর সন্ধান পেলে উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

কোটচাঁদপুরে ফোম ফ্যাক্টরীতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড, দেড় কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি!

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর শহরে আকাশ ফোম ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকান্ডে ফ্যাক্টরির মূল ভবন ও গোডাউন ভষ্মিভূত হয়েছে। উদ্ধার অভিযানে ফায়ার সার্ভিসের ২জন ফায়ারম্যান আহত হয়েছেন। এঘটনায় আশপাশের দোকান ও এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রবিবার সকাল ৮টার দিকে স্থানীয় বলুহর বাসষ্টান্ডের আকাশ ফোম ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

ফ্যাক্টরির ম্যানেজার সুকুমার সরকার জানান,আগুনে গুদামে থাকা ৬৫ ব্যারেল কেমিক্যাল, ৪০ ড্রাম রং, ক্যালসিয়াম পাউডার, ৭টি মেশিন, তৈরী করা ফোম,একটি (ঢাকা মেট্রো-ন- ১৮৯৫৯২) পিকাপ, ১১০ সিসির একটি মাহিন্দ্রা মোটরসাইকেল, একটি ইজিবাইক পুড়ে যায়। অগ্নিকান্ডের ঘটনায় দেড় কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান সুকুমার সরকার।

কোটচাঁদপুর ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন মাষ্টার মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক জানান, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছায়। কোটচাঁদপুর সহ ঝিনাইদহ ও কালিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের ৫টি ইউনিট ২ ঘন্টার চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ফায়ার সার্ভিস ও ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করছে।

ঝিনাইদহ জেলা ফায়ার সার্ভিসের উপঃ সহকারি পরিচালক তারেক হাসান ভূইয়া জানান, অগ্নিকান্ডের ঘটনায় কেউ নিহত বা গুরুতর আহত হয়নি। তিনি বলেন, তদন্ত কমিটি গঠন করে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত

ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে।

এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল) মোহাইমিনুল ইসলাম, উপজেলা চেয়ারম্যাান শরিফুন্নেছা মিকি, থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা।

প্রশাসনের সু-নজরদারি না থাকায় ঝিনাইদহে কোচিং এর দৌরাত্ম্য কোনোমতেই থামছে না

ঝিনাইদহে সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে চলছে কোচিং সেন্টার। সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও কোচিংয়ের দৌরাত্ম্য কোনোমতেই থামছে না এখানে। জেলার বিভিন্ন স্থানে গোপনে চলছে এসব কোচিং বাণিজ্য। কোনো কোনো কোচিং সেন্টার চলছে অনলাইনের মাধ্যমে। কেউ কেউ স্থানীও প্রভাব শালীদের ছত্র ছায়ায় কোচিং চালাচ্ছেন, তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসলেই হুমকি স্বরূপ ফোন আসছে তাদের।

এছাড়াও কোচিং মাষ্টারদের কাছ থেকে সাংবাদিকরা চাঁদা দাবী সহ টাকা লেনদেন করেছে বলে স্থানীয় ঐ সকল প্রভাব শালীরা ফাঁসানোর চেস্টা করছেন সাংবাদিকদের। ১৫ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন ও সংস্থাপন শাখার উপসচিব মোহাম্মদ আবু নাসের বেগ স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ‘করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে পূর্বের বন্ধের ধারাবাহিকতায় ৬ আগস্ট ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে।

কিন্তু সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে কোচিং বাণিজ্য চলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সচেতন মহল। তবে করোনার কারনে স্কুল বন্ধ থাকায় লেখা পড়া চর্চা রাখতে অসচেতন অভিভাবকরাই কোচিং এর দিকে বেশী করে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে এগিয়ে দেচ্ছে। কিছু কিছু অভিভাবকরা

প্রতিবেদককে এমনটাই জানিয়েছেন। কোচিং মাষ্টারদের দাবী সব কিছুই যেহেতু সাধারণ ভাবে চলছে তাহলে কোচিং চললে ক্ষতি কি? সব কোচিং মাষ্টারদের মুখে একই কথা শোনা গেছে করোনা শুরু হওয়ার পর থেকে কিছু দিন বন্ধ রেখেছিলাম এখন সব জায়গাতেই চলছে দেখে আমরাও চালু করেছি।

এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে, জেলার সদর উপজেলার চর মুরারিদহ গ্রামে জমজমাটভাবে চলছে সাগর মাস্টারের কোচিং সেন্টার, উপজেলার কলোমন খালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী মাষ্টার নাজিম উদ্দিনের কোচিং সেন্টার, মধুপুর চৌরাস্তা বাজারে সহকারী দুইজন সহ সাংবাদিক পরিচয়দানকারী রাজু আহম্মেদের কোচিং সেন্টার, উপজেলা ভুমি অফিসের পেছনে (হাটের রাস্তা) কোচিং সেন্টার, কলোমন খালির নাজমুল হাসান সহ আশপাশের এলাকার কিছু শিক্ষক এভাবে কোচিং ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশকিছু অভিভাবক অভিযোগ করে বলেন, একাধিক শিক্ষার্থী নিয়ে কোচিং চলায় বজায় থাকছে না সামাজিক দূরত্ব।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বদ্রুদ্দোজা শুভ জানান, কোচিং সেন্টার চালানোর সরকারি ভাবে কোন অনুমতি নাই। শিক্ষকদের কাছ থেকে পড়া নিয়ে বাড়িতে পড়তে পারবে অনলাইন অথবা মোবাইলে।

জেলা শিক্ষা অফিসার সুশান্ত কুমার দেব বলেন, ‘এই সংকটময় সময়ে কোচিং সেন্টার চালানোর তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে বিএনপি নেত্রীর করোনা কালে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

ঝিনাইদহ জেলা জিয়া পরিষদের জ্যেষ্ঠ সহ সভাপতি সাহিদা ইসলাম শিরিনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২১৬জন দরিদ্রের মাঝে মহামারি করোনার

সময় এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

মঙ্গলবার সকাল থেকে শহরের হামদহ খন্দকার পাড়ার নিজ বাসায় এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

এসময় সাহিদা ইসলাম শিরিন বলেন, আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ মহামারি করোনার সময় দরিদ্র মানুষের পাশে দাড়াতে পেরে অনেক ভালো লাগছে। দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে সমাজের বিত্তশালীদের আহবান জানান তিনি।

বিতরণকৃত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ১০কেজি চাল, ১কেজি মসুর ডাল, ১কেজি তেল।

ঝিনাইদহে সরকারি কোয়ার্টার ও গোডাউন ভাড়ার রমরমা বাণিজ্য

ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের সরকারি কোয়ার্টারের মধ্যে দোকন নির্মান করে বিক্রয় ও গোডাউন, কোয়াটারের বাসা ভাড়া দিয়ে রমরমা ভাড়া বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। খোজ নিয়ে জানা যায়, বছরের পর বছর সওজ’র বর্তমান এক কর্মচারি ও সাবেক এক কর্মচারি ও সন্তানরা এ অর্থ বাণিজ্যে করে আসছে।

সরোজমিনে অনুসন্ধানে গিয়ে দেখা যায়, ঝিনাইদহ শহরের উপশহর পাড়ায় সড়ক ও জনপথ বিভাগের সেমি পাকা একটি কোয়ার্টার রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ি সংশিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারি ব্যতিত বহিরাগতরা ব্যবহার বা থাকতে পারিবে না। সরোজমিনে দেখা যায়, কোয়াটারের মধ্যে ৬টি ফ্লাট, ১টি গোডাউন, ২টি দোকার ঘর রয়েছে। এর মধ্যে ৩টি ফ্লাটে বর্তমানে কর্মরত তিন কর্মচারি আরিফুল ইসলাম, জহিরুল ইসলাম ও আজিজুল ইসলাম বসবাস করেন।

অন্য ৩টি ফ্লাটের মধ্যে একটিতে সাবেক কর্মচারি মৃত শফিক উদ্দিনের পরিবার মানবিক বিবেচনায় বসবাস করে আসছে। অভিযোগ উঠেছে অন্য দুইটি ফ্লাটের একটিতে কর্মচারি না হয়েও শুধু মাত্র জহিরুল ও

আজিজুল এর ভাই হওয়ার সুবাধে জাহিদুল ইসলাম নামে একজন বসবাস করছে।

অপর ফ্লাটটি সওজ’র বর্তমানে অফিস সহকারি ও কাম টাইপিষ্ট মোখলেছুর রহমান বহিরাগত একজনের নিকট প্রায় দুই বছর যাবৎ ভাড়া দিয়ে রেখেছেন। সেখান থেকে তিনি প্রতি মাসে ২হাজার টাকা করে ভাড়া আদায় করে থাকেন। এখানেই শেষ নয় মোখলেছুর রহমান ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সরকারি কাজে ব্যবহৃত গোডাউন বছরের পর বছর বহিরাগতদের নিকট ভাড়া দিয়েছেন।

বর্তমানে গোডাউনটি কোয়ার্টার সংলগ্ন মামুন নামে এক ভাংড়ি ব্যবসায়ীর নিকট ১বছর মেয়াদি ১০হাজার টাকায় ভাড়া দিয়েছেন। অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, সওজ’র আরেক কর্মচারি শফিক উদ্দিন কোয়াটারের জায়গায় অবৈধ ভাবে সেমি পাকা দুইটি দোকান ঘর নির্মান করেন। এর মধ্যে একটি দোকান শফিক উদ্দিন আলমগীর হোসেন নামে একজনের নিকট বিক্রয় করেন। যা পরবর্তিতে আলমগীরে কাছ থেকে প্রায় একযুগ আগে শাহাদত হোসেন নামে এক প্লাস্টিক ব্যবসায়ী ক্রয় করে গোডাউন হিসাবে ব্যবহার করছে।

সাবেক কর্মচারি শফিক উদ্দিন মারা যাবার পর মানবিক বিবেচনায় তার বিধবা স্ত্রী, সন্তানদের থাকতে দেওয়া হয়। কিন্তু এ সুযোগ ব্যবহার করে মৃত শফিকের ছেলে হারুন অপর দোকান ঘরটি দীর্ঘ দিন ধরে ভাড়া দিয়ে আসছেন। বর্তমানে ১০হাজার টাকার চুক্তিতে প্রতি মাসে ৫০০টাকা করে এই দোকান ভাড়া বাবদ অর্থ আদায় করছেন।

কোয়াটারের বাসা ও গোডাউন ভাড়া দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে সড়ক ও জনপথ বিভাগের অফিস সহকারি ও কাম টাইপিষ্ট মোখলেছুর রহমান বলেন, আমি গোডাউর ভাড়া দেয়নি। আর বাসা ভাড়া দেওয়ার বিষয়ে বলেন, ভাড়াটিয়াকে বলে দিয়েছি আগামী মাসে বাসা ছেড়ে দিতে।

কোয়াটারের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মুকুর জ্যোতি বসু বলেন, আমি নতুন এসেছি। বিষয়টি আমার জানা নেই। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।